'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি!'

মিঠু ঘোষাল

আমরা মানুষ- পৃথিবী মায়ের সর্ব কনিষ্ঠ সন্তান। এবং তাঁর দুর্বলতম সন্তানদের মধ্যে অন্যতমও বটে। হ্যাঁ এটা ঠিকই যে এই পৃথিবীতে আমরা এসেছি অন্য যে কোনও উদ্ভিদ ও প্রাণীর তুলনায় অনেক পরে - বলা ভালো সকলের শেষে। আবার এটাও ঠিক যে,দৈহিক দিক থেকে এবং আরও নানা ভাবে আমরা পৃথিবীর অধিবাসী অন্যান্য বেশ কিছু জীবের তুলনায় জীবন যুদ্ধের যোদ্ধা হিসাবে যোগ্যতার বিচারে দুর্বল। কিন্তু, আজ আমরাই পৃথিবীর রাজা। প্রকৃতি, পৃথিবী, বিশ্বব্রহ্মান্ডের নিয়ন্ত্রণ আজ অনেকাংশেই আমাদের হাতে। আর তা সম্ভব হয়েছে আমাদের মস্তিষ্কের জন্য,বুদ্ধির জন্য। বুদ্ধির দৌলতে এই পৃথিবীকে আমরা আমাদের বাসযোগ্য করে তুলেছি। এবং বুদ্ধির জোরেই আমরা নিজেদের অনেক প্রকারের কুপ্রভাব থেকে মুক্ত করতে পেরেছি। সহজে কেউ বা কিছু আমাদের ওপর প্রভাব বিস্তার করতে পারেনা। আমরা সমস্ত কিছুর চুলচেরা বিশ্লেষণ করি। বুদ্ধি দিয়ে ব্যাখ্যা করি। তারপরে মেনে নিই। বুদ্ধি আমাদের যুক্তিবাদী করেছে। বিবেচক করেছে। দিয়েছে তাবৎ জীবকুলের অভিভাবকত্বের অধিকারও। কিন্তু, আমাদের বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীও কোনও কোনও বিশেষ জায়গায় গিয়ে আর পথ খুঁজে পায়না। তার্কিক মন বাধা প্রাপ্ত হয়। ব্যাহত হয় বিচার, বিশ্লেষণের কাজ। পরাজয়ের দায়, ভার হয়ে বসে থাকে বুকে জগদ্দল পাথরের মতো। আবার, অন্য দিকে এক ধরণের উৎফুল্লতাও জাগে মনের মধ্যে এই কথা ভেবে যে, চেনাজানা জগতের বাঁধাধরা গন্ডী, সীমাবদ্ধতার বাইরে আরও কিছু কি আছে, যার নাগাল আমরা পাইনি? যেখান থেকে কোনও সহায়তা, কোনও সাহচর্য হয়তো কোনও সময়,কোনও অসহায় মুহূর্তে আকস্মিক ও আশাতীত ভাবে জুটে যেতেও পারে!

'স্বর্গাদপী গরিয়সী' এই আমাদের জন্মভূমি ভারতবর্ষ যেমন আকারে বিশাল, তেমনই এর ঐতিহ্যও সুপ্রাচীন। বস্তুতঃ ভারতবর্ষই সভ্যতার আঁতুড়ঘর। এই দেশের বহু স্থানের গুরুত্ব, মহিমার জন্ম বহু ক্ষেত্রেই ঘটেছে ইতিহাসের জন্মেরও আগে। - প্রাগৈতিহাসিক বহু অত্যাশ্চর্য্য ঘটনা বা নিদর্শনের বারংবার পুনরাবৃত্তির বা চিরস্থায়ী অস্তিত্বের সাক্ষী হতে হচ্ছে আমাদের আজও অনেক সময়ই। আমরা বিস্মিত হচ্ছি। প্রাণপণে চেষ্টা করছি তার অন্তর্নিহিত বৈজ্ঞানিক সত্যটিকে আবিষ্কার করার। কিন্তু,ব্যর্থতাই সঙ্গী হচ্ছে আমাদের বারংবার।

এমনই কিছু বিশেষ স্থানে ক্রমাগত ঘটে যাওয়া বা স্থায়ীভাবে থেকে যাওয়া ব্যাখ্যাতীত , ঘনঘটাময় ঘটনা বা নিদর্শনই এই প্রবন্ধের সূচনা, প্রসারণ ও পরিসমাপ্তীর কারন তথা একমাত্র উপজীব্য বিষয়। --

এ প্রসঙ্গে প্রথমেই আসবো তামিলনাড়ুর বরদারাজ স্বামীর মন্দির সংলগ্ন অনন্ততীর্থ সরোবর এর কথায়। এখানে ঠিক প্রতি ৪০ বছর অন্তর ঘটে যায় এক অত্যাশ্চার্য্য তথা অবিশ্বাস্য ঘটনা। অনন্ততীর্থ সরোবর নামক জলাশয়টির কেন্দ্রে রয়েছে একটি মন্ডপ। সেই মন্ডপের ভিতরে

'বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি!'- মিঠু ঘোষাল

রক্ষিত আছে রূপোর তৈরী মাঝারি মাপের একটি বাক্সো। বাক্সোটার ভিতরে রয়েছে আবার একটি প্রস্তর খন্ড। নাম তার অসিবরদার। ঠিক ৪০ বছর অন্তর ঐ বাক্সো থেকে বের করে এনে অভিষেক ঘটানো হয় এই পবিত্র শিলাখন্ড অসিবরদারের। তখন অনন্ততীর্থ সরোবরকে সম্পূর্ণভাবে জলশূণ্য করে নেওয়া হয়। তারপর ভক্তদের সামনেই অভিষেক কার্য সম্পন্ন করে অসিবরদারকে ফের রূপোর বাক্সে ঢুকিয়ে তালা লাগিয়ে দেওয়া হয়। রেখে দেওয়া হয় তাকে স্বস্থানে। আর, ঠিক তার পরেই অবিশ্বাস্য ভাবে একই সঙ্গে অনন্ততীর্থ সরোবরের দৃশ্যমান মাটির নীচ থেকে প্রচন্ড জোরে জল উঠতে আরম্ভ করে আর আকাশ থেকে অঝোরে ঝরে পড়তে শুরু করে প্রবল বৃষ্টিধারা। নিমেষের মধ্যে পূর্ণ হয়ে ওঠে শূণ্য জলাশয় অনন্ততীর্থ সরোবর। ঘটনাটির সাক্ষী আছেন অনেকজন কিন্তু কার্যকারন সূত্রটি এখনও অনাবিষ্কৃত।

বহু প্রাচীন কাল থেকে একটি প্রবাদ প্রচলিত আছে যে এক জায়গায় দুবার বজ্রপাত হয়না। কিন্তু,হিমাচল প্রদেশের বিজলী বা বিজলেশ্বর মহাদেবের মন্দির - ঠিক এর বিপরীত ঘটনারই সাক্ষী হয়ে চলেছে যুগ যুগ ধরে। - প্রতি ১২ বছর অন্তর এই মন্দিরের ওপর বজ্রপাত হয়। মন্দির শীর্ষে রয়েছে একটি ২০ মিটার দীর্ঘ ধাতব দন্ড। বজ্রপাতের পর সেই দন্ডটি বেয়ে বিদুৎ প্রবেশ করে মন্দিরে। ভক্তেরা এই বিদুৎকে বলেন স্বর্গীয় করুনা। আর, এই করুনা বা বিদুৎ যা-ই হোকনা কেন,তা এসে আঘাত করে মন্দিরের আরাধ্য অতিকায় শিবলিঙ্গটিকে। তা ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যায় স্বাভাবিক ভাবেই। তখন মন্দিরের পুরোহিত মশাই বাড়ী বাড়ী ঘুরে ভিক্ষা করে আনেন ছাতু ও শুদ্ধ মাখন। তা দিয়ে জোড়া লাগান শিবলিঙ্গটিকে, করেন পরবর্তী ১২ বছরের জন্য পুনর্প্রতিষ্ঠ। এখন, কথা হচ্ছে এই যে, এখানে বারংবার বজ্রপাত হয় কেন?এবং,বজ্রপাতের ঘটনাটি ঠিক ১২ বছর অন্তরই বা কেন ঘটে? - এই দুই প্রশ্নেরই কোনও সদুত্তর অদ্যাবধি মেলেনি।

আমেদাবাদে রয়েছে ঝুলতা মিনার বা শেকিং মিনার (সিদি বসিরের মসজিদ)। গোলাকৃতি,তিনতলা মিনার দ্বয়ের অবস্থান এক্ষেত্রে পাশাপাশি। সিঁড়ি উঠে গেছে ঘুরে ঘুরে। প্রথম তলাতেই কেবলমাত্র সংযোগ রয়েছে দুই মিনারের মধ্যে। অন্য তলাগুলো সম্পূর্ণ ভাবেই সংযোগ রহিত। কিন্তু, অদ্ভূত ভাবে একটি মিনারে দোলা দিলে, দোল খায় অপর মিনারটিও। একটি মিনারে শব্দ করলে, সেই শব্দের প্রতিধ্বনি ওঠে অন্য মিনারটিতেও। কিন্তু, আশ্চর্য্যজনক ভাবে সংযোগ রক্ষাকারী বারান্দাটি (প্রথম তলস্থিত) থেকে যায় নিস্তব্ধ। বৃটিশ সরকার এই বিচিত্র ঘটনার কারন অনুসন্ধানের জন্য ব্যাপক প্রচেষ্টা চালিয়ে ছিলেন। কিন্তু, কোনও ফল হয়নি। রহস্য রহস্যই থেকে গেছে।

তামিলনাড়ুর একাম্রনাথ মন্দিরের ভিতরে অবস্থিত সাড়ে তিন হাজার বছর বয়সী আমগাছটির ৪টি ডালে মিষ্ট, তিক্ত,কটু ও অম্ল - এই ৪ টি স্বাদের আম ফলে। - কী করে, তা কেউ জানেনা। কথায় বলে 'তালগাছের মতো লম্বা।'আর, শুধু প্রবাদেই নয়, বাস্তবেও তালগাছ লম্বা হয়েই দাঁড়িয়ে থাকে। কিন্তু, কন্যাকুমারিতে আছে একটি তালগাছ। তার ওপর দিকটা ঘুরে 'ওঁ ' আকৃতির হয়ে গেছে। বিজ্ঞানীদের মতে জিনগত ত্রুটিই গাছটির এহেন বিকৃত রূপ ধারণের

কারন। কিন্তু, এই বিকৃত রূপটি কেন ওঁ আকৃতিরই হল,সে বিষয়ে বিজ্ঞানীদের পক্ষে কোনও আলোকপাত করা সম্ভব হয়নি। সেই অভাবটা পূরণ করতে যথারীতি এগিয়ে এসেছেন অলৌকিকত্বে বিশ্বাসীরা।

ত্রিচূরের বেদক্কুনাথন মন্দিরটিতেও সকলের চোখের সামনে দিয়ে ঘটে চলেছে অদ্ভুত এক ঘটনা। - মন্দিরের শিব লিঙ্গটির পূজার জন্য ভক্তেরা এ যাবৎ যে পরিমান ঘি ঢেলেছেন, তা লিঙ্গটিকে ঘিরে ৪ মিটারের কাছাকাছি পুরু আস্তরনের সৃষ্টি করেছে। আর, সেখানে সর্বক্ষণ প্রদীপও জ্বালানো হয়। কিন্তু, লিঙ্গগাত্রের ঐ আস্তরণ গলে যাওয়ার পরিবর্তে ক্রমশঃ বেড়েই চলেছে। এমন কি গ্রীষ্মের প্রচন্ড দাপটও ব্যর্থ হয়েছে ঐ আস্তরণকে গলাতে।

অন্ধ্র প্রদেশের শ্রীকালহস্তী শিব মন্দিরে অবিরাম ভাবে কেঁপে চলে দীপ শিখা। অলৌকিকত্বে বিশ্বাসীরা এর মধ্যে খুঁজে পান অলৌকিকত্বেরই আভাষ। আর, অন্যদের মাথা চুলকে মরাই সার হয়।

উড়িষ্যার গুপ্তেশ্বর গুহা মন্দিরে আবার প্রদীপ জ্বালানোর সঙ্গে সঙ্গেই তা নিভে যায় অদ্ভুত ভাবে। মনে হয় যেন কেউ ফুঁ দিয়ে নিভিয়ে দিলো!

প্রাচীন ভারতীয় যোগ শাস্ত্রবিদদের মতে সূর্যোদয়ের আগে স্নান করলে হয় দুধ স্নান,আর সূর্যোদয়ের পরে স্নান করলে হয় জলস্নান। এই কথার সঙ্গে সাযুজ্য রেখেই যেন পশ্চিম বঙ্গের বক্রেশ্বর নিকটবর্তী সৌভাগ্যকুন্ডের জল সূর্যোদয়ের আগে পর্যন্ত থাকে দুধের মতো সাদা,সূর্যোদয়ের পর তা ফিরে পায় জলের স্বাভাবিক বর্ণহীন রূপ।

গুজরাটের পঞ্চতীর্থে পঞ্চ পান্ডবের নামাঙ্কিত পাঁচটি স্বাদু জলের কুয়ো আছে। ব্যাপারটা বাস্তবেই আশ্চর্যজনক; কারন, ঐ স্থানে এমনিতে স্বাদু জলের অভাব ভীষণ।

হিমাচল প্রদেশের বিপাশার জন্মস্থান বিয়াস কুন্ডের স্বচ্ছ নীল জলে কখনোই নোংরা পড়েনা। লৌকিক না অলৌকিক কারনে তা অজানা।

উত্তরাঞ্চলের টপকেশ্বর দেবের মন্দিরের ছাদ থেকে টপ টপ ক’রে অদ্ভুত ভাবে ঠিক শিবের মাথায় জল পড়ে আসছে যুগযুগান্তর ধরে।

কন্যাকুমারিকায় দেখা যায় আশ্চর্যজনক ও বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সাতরঙা বালি।

পশ্চিম বঙ্গের বেলপাহাড়ি থেকে ৭ কিমি দূরে অবস্থিত আদিবাসীদের আরাধ্য দেবতা ভৈরব ঠাকুরের থান। এখানে বিজয়া দশমীর দিন উদ্‌যাপিত হয় পাতাবেঁদা উৎসব। সারা রাত ধরে নাচ গান চলার পর শেষ রাতে প্রতি বছর নিয়ম করে কেঁপে ওঠে দেবভূমির মাটি। - কেন, সে সম্পর্কে কিংবদন্তী সরব কিন্তু বিজ্ঞান নীরব।

তামিলনাড়ুর স্যানটোস ক্যাথিড্রালের ক্রশ চিহ্নটিকে প্রতি বছর ঠিক ১৮ই ডিসেম্বর তারিখেই রক্ত ও অশ্রুকণায় ভিজে উঠতে দেখা যায়।

সিকিমের তাসিডিং মনাস্ট্রিতে ‘বুমচু’ উৎসব উপলক্ষে বিরাটাকার এক জারের মুখ খোলা হয়। ৩০০ বছরেও নাকি এই জারের জল অফুরান! অন্ততঃ মনাস্ট্রির সঙ্গে যুক্ত সকলের তো সেই

‘বিপুলা এ পৃথিবীর কতটুকু জানি!’- মিঠু ঘোষাল

রকমই দাবী।

যেখানে ছুটি কাটাতে যেতে অনেকেই উন্মুখ থাকেন, সেই উটি স্থানটি অত্যন্ত উঁচুতে অবস্থিত হলেও কোন্ এক অজানা কারনে সেখানে কখনোই বরফ পড়েনা।

প্রবন্ধের শেষে উল্লেখ করি আমাদের নিত্যকার একটি অভিজ্ঞতার কথা - গঙ্গা একটি নদী। কিন্তু, এর জল বোতল বা অন্য কোথাও দীর্ঘ দিন আবদ্ধ থাকলেও অন্য নদীর জলের মতো এই জলে পোকা জন্মায়না। - কেন? - তার উত্তর আজও মেলেনি।

মিঠু ঘোষাল
গভর্ণমেন্ট ইন্ডাস্ট্রিয়াল হাউসিং এস্টেট। ব্লক- কিউ। ফ্ল্যাট নম্বর-১৩।
বজবজ। কলকাতা-৭০০১৩৭।
ফোন নম্বর- ০৩৩২৪৯২৪৩৪১, ০৩৩২৪৭০-৩৬৩৭। মোবাইল নম্বর- ৯২৩১৮১১৫৩৬, ৮৯৬১৩২৬০০৮।